কোয়ান্টাম মেথড:-২
মুক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস

-মুফতী শরীফুল আজম

ঈমান ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস। মুমিন হতে হলে ঐ সকল আক্বীদা-বিশ্বাসকে মনে প্রাণে মেনে নিতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে মুমিন হিসেবে গণ্য করা হয় না। বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়াই ছিল, যুগে যুগে প্রেরিত নবী রাসূলগণের অন্যতম মহান দায়িত্ব। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সেই ধারাবাহিকতায় জাহেলিয়্যাতের সকল ভ্রান্তবিশ্বাসের মূলোৎপাঠন করে গোড়াপত্তন করেছিলেন শুদ্ধ বিশ্বাসের। নবীজী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কর্তৃক প্রচারিত ঐ সকল আক্বীদা বিশ্বাসের কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। ইসলামের সকল আক্বীদা বিশ্বাসের খুটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা জরুরী নয়, শুধু সামগ্রিকভাবে সকল বিষয়ে ঈমান রাখাই যথেষ্ট। তবে ছয়টি মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর প্রতি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন মুমিন হওয়ার জন্য আবশ্যক। এই ছয়টি বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে 'তাকদীর' তথা ভাগ্যলিপি।

তাকদীরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, ফায়সালা করা, নির্ধারণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকদীর বলা হয় "সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে অনাদিকালে নেয়া আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা ও ফায়সালাকে।" তাকদীরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা মনযুর নু'মানী (রহ.) বলেন: "তাকদীর মানে এই কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ যাই ঘটছে সবই মহান আল্লাহর নির্দেশে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে। যা তিনি অনাদিকাল থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। এমন হতে পারে না যে, তিনি যেমন চান পৃথিবীর এই কারখানা তার বিপরীত চলবে। এরূপ হলেতো আল্লাহ তাআলার দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রতীয়মান হবে।" (মাআরেফুল হাদীস ১/৬৬)

কুরআন হাদীসের বহু স্থানে তাকদীরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে: "বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (সূরা নিসা-৭৮)

হাদীসে জিব্রাঈলের ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। এই হাদীসে পুরো দ্বীনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। এই তিনের সমষ্টিকে দ্বীন বলা হয়েছে। ঈমানের মধ্যে তাক্বদীর তথা ভাগ্যলিপির ভাল-মন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ইরশাদ করেন: "আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল মাখলূকাতের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৬৫৩) এখানে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা থেকে উদ্দেশ্য হল ভাগ্য নির্ধারণ করা। পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বহুকাল পূর্বে বুঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল হাদীস: খণ্ড:-১, পৃ:-১৭৭)

তাকদীরের মধ্যে দু'টি বিষয়ের বিশ্বাস জরুরী। ১। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। ২। তাকদীরের ভালো মন্দ উভয়টির প্রতি বিশ্বাস। তাকদীর ভাল-মন্দ হওয়ার অর্থ সম্পর্কে আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেন, "ভাগ্য ভাল-মন্দ হওয়ার বিষয়টি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভাগ্যলিপি মানুষের জন্য উপকারী হোক বা ক্ষতিকর, মিষ্ট হোক বা তিক্ত, মানুষের কাছে ভাল লাগুক বা না লাগুক সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। যেমন ভাগ্যলিপি অনুযায়ী ঘি স্বাস্থ্যকর আর বিষ ক্ষতিকর। নেক আমল জান্নাতে নিয়ে যায় আর বদ আমল জাহান্নামের কারণ হয়। অর্থাৎ নেক আমল উপকারী ও বদ আমল অপকারী। শিশুর মৃত্যু অপছন্দনীয় আর বেচে থাকা পছন্দনীয়। মোট কথা পছন্দ ও অপছন্দ সব কিছুর প্রতি বিশ্বাস জরুরী। (রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসি'আ ১/৬৬১)

আক্বীদার পরিধি এতই ব্যাপক যে, আসমান-জমিনের সকল মাখলূকাতের খুটিনাটি সকল বিষয় এর আওতাভুক্ত। কর্ম, কর্মকারণ ও কর্মফল সবই রয়েছে ভাগ্যলিপিতে। মানুষ কোন মাধ্যমটি অবলম্বন করে কোন বস্তু অর্জন করবে তার সবই উল্লেখ রয়েছে এতে।

এক সাহাবী নবীজী -সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করি বা নিরাময়ের জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করি এবং যে সকল ক্ষতিকর জিনিষ আমরা পরিহার করে চলি এগুলো কি তাক্বদীরকে বদলে দিতে পারে? নবী (সা) উত্তর দিলেন যে, এসব বস্তুও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" (তিরমিযী শরীফ হাদীছ নং- ২১৪৮)

অর্থাৎ মানুষ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে সকল তদবীর করে থাকে, এর জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করা হয় তার সবই ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত আছে। কোন ব্যক্তির রোগ কোন বস্তুর ব্যবহারে উপশম হবে সেগুলোও পূর্ব থেকেই ঐ ভাগ্যলিপিতে বিদ্যমান আছে। কাজেই তাকদীর অনুসারেই সে সুস্থ হচ্ছে। ঔষধের ক্ষমতায় নয়। এটাই হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

মানুষের মধ্যে কেউ বোকা হয় আবার কেউ বুদ্ধিমান হয়, কেউ দূরদর্শী হয় আবার কেউ অপরিণামদর্শী, এসকল বিষয়ও তাক্বদীরে ধার্য করা আছে। হাদীসে আছে: "প্রত্যেক বস্তু তাকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, এমন কি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ হওয়াটাও তাক্বদীরের প্রতিফলন"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং২৬৫৫)

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া বান্দার দান খয়রাত, ইবাদত বন্দেগী কিছুই কবুল হবে না। হাদীস শরীফে আছে: "যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না যদি তুমি তাকদীরে বিশ্বাসী না হও এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না কর যে, যা কিছু তোমার উপর বর্তাবার রয়েছে তা থেকে কখনও তুমি রেহাই পাবে না আর যা কিছু তোমার হাত ছাড়া হওয়ার তা কখনও তুমি পাবে না। এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর তবে জাহান্নামে নিপতিত হবে।" (আবু দাউদ: হাদীস নং-৪৬৯৯, ইবনে মাজাহ: হাদীস নং-৭৭)

মানুষের কাজ হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রেখে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মানুষ চেষ্টার মালিক, আল্লাহ দেওয়ার মালিক। ভাগ্যে থাকলে পাবে, অন্যথায় শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে। এভাবে চেষ্টা করার এখতিয়ার আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে রেখেছেন। কিন্তু এই এখতিয়ার স্বাধীন নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কারণ মানুষের সকল চেষ্টার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে মনের আগ্রহ। মনে আগ্রহ তৈরী হওয়ার পরই মানুষ কাজের জন্য চেষ্টা শুরু করে। আর মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। হাদীস শরীফে এসেছে: "সকল মানুষের মন আল্লাহর কুদরতী দুই আঙ্গুলের মাঝে একাত্মার মত রয়েছে। তিনি যে দিক ইচ্ছা মনকে ঘুরিয়ে দেন।"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৬৫৪) কাজেই মন আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদীরের বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। যা করে সব ভাগ্যলিপি অনুসারে করে। ভাগ্যকে বদলাতে পারে না, বা ভাগ্য রচনা করতে পারে না।

উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত দলের বহি:প্রকাশ হয়ে ছিল। যারা ঈমানের অন্যতম শাখা তাক্বদীরকে অস্বীকার করত। তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের কাজ কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নন। বরং সবই মানুষের ব্যক্তিগত অর্জন। সমগ্র প্রাণী জগতের কর্মে আল্লাহর কোন পরিকল্পনা নেই। মানুষ নিজেই নিজের সব কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। ভ্রান্ত এই দলটি তৎকালীন যুগে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিল। তাদের বলা হতো 'কাদরিয়া'। ইসলামী আক্বীদা ও দর্শনের কিতাবাদীতে এই ফেরকার বহু আলোচনা ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন বিদ্যমান রয়েছে। এক সময় এ দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই মতবাদের প্রচার বন্ধ ছিল। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কোয়ান্টাম মেথড এর নামে নবরূপে 'কাদরিয়া' ফেরকার মতবাদ পূনরায় প্রচার শুরু হয়েছে। মুক্ত বিশ্বাসের নামে কৌশলে তাকদীরকে অস্বীকার করে চলছে। নিরাময়ের ছদ্মবেশে মেডিটেশনকে হাতিয়ার বানিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার পথ বেছে নিয়েছে এরা। মুক্ত বিশ্বাস নামে নতুন এক জীবনদৃষ্টির প্রচারণা শুরু করেছে তারা।

কোয়ান্টামের 'মুক্ত বিশ্বাস'র বক্তব্য হল, মানুষ নিজেই পারে নিজের অবস্থাকে বদলে দিতে। অর্থাৎ নিজেই নিজের ভাগ্য রচনা করতে পারে এবং দুর্ভাগ্যকেও বদলে দিতে পারে। সকল কর্মের উৎস মানুষের মন ও মস্তিস্ক। কোয়ান্টামের ৩০০তম কোর্সপূর্তি স্মারক "কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস" এর একদম শুরুতে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। যার শিরোনাম হলো "মুক্তবিশ্বাস বদলে দেয় জীবন।" উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো। তবে এর পূর্বে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশ্বাস কখনও মুক্ত হতে পারে না। কারণ বিশ্বাস মানেই হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিধির ধ্যান-ধারণা মনে প্রাণে বদ্ধমূল করে নেয়া। মুক্ত মানে উন্মুক্ত, যার কোন পরিধি বা গণ্ডি থাকে না। তাই বিশ্বাস শব্দের বিশেষণ হিসেবে মুক্ত শব্দটি বেমানান। বিশ্বাস হয় শুদ্ধ হবে নয় ভ্রান্ত হবে। বিশ্বাস মুক্ত হতে পারে না। সে যাই হোক কোয়ান্টামের মুক্ত

বিশ্বাস হচ্ছে একটি ছোট বাক্য "আমি পারি আমি পারবো"। অর্থাৎ সকল কাজ কর্ম, চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তি এই একটি বিশ্বাসই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ নিজের ভাগ্য গড়তে পারে। অর্জন করতে পারে সকল লক্ষ্য। বদলে দিতে পারে জীবন। এই মুক্ত বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিস্কে। আর মস্তিষ্ক মানুষের পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে"। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ: ৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে "আমি পারবো" বলে শত ভাগ নিজের উপর ভরসা করা এবং মন মস্তিস্কের ক্ষমতা বলে সকল লক্ষ্য অর্জন করার বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী। মানুষকে 'ক্বাদেরে মুতলাক' তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা একটি ভ্রান্ত ও কুফরী বিশ্বাস। বস্তুত আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষের পারার ইচ্ছা পূরণ তো দূরের কথা স্বয়ং ইচ্ছাটাও সৃষ্টি হতে পারে না। তাই কোয়ান্টামের এই মুক্ত বিশ্বাস পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আত-তাকভীরের ২৯ নং আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না"।

কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি থিউরী। তা হলো "মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে আর মস্তিষ্ক ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে"। তাই আমরা বলতে পারি মন এক বিশাল স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা পরিচালিত করে মস্তিষ্ককে। আর মস্তিষ্ক পরিচালিত করে আপনার সকল শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে"। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৬) বিজ্ঞানের এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা ও উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক। আর ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ ও তাদের সকল কর্মের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। বিজ্ঞানের দর্শন হলো শরীর পরিচালিত হয় মস্তিষ্কের সাহায্যে আর মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় মনের সাহায্যে। কিন্তু মন পরিচালিত হয় কার মাধ্যমে একথা বলতে নাস্তিক বিজ্ঞানীরা নারাজ।

আসলে আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ইচ্ছাকৃতভাবে খামোশ হয়ে যায়। তাই মনের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে একথা স্বীকার না করে মনকে "স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া" বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যা নাস্তিক্যবাদের পরিচয় বহন করে। অথচ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে: "সকল মানুষের মন আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মাঝে একাত্মার মত। তিনি মনকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরান।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৬৫৪) তাই মনকে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলা উক্ত হাদীসের পরিপন্থী। এই হাদীসের সাথে বিজ্ঞানকে মিলাতে গেলে বলতে হবে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করে। আবার আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ম চালু করেছেন যে, মন মস্তিষ্ককে পরিচালিত করবে এবং মস্তিষ্কের মাধ্যমে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই হলেন মানুষের সকল কর্মের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। মন ও মস্তিস্কের ক্ষমতা মূলত আল্লাহর ইচ্ছাধীন পরিচালিত হয়। অতএব মনের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে "আমি পারি আমি পারব" এ ধরনের মুক্ত বিশ্বাস কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে গন্য হবে।

কোয়ান্টামের উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে, "তাহলে রোগ, সুখ, অভাব, ব্যর্থতা ও হতাশাকে কেন প্রশ্রয় দেবেন? যেখানে আপনি নিজেই পারেন নিজের সব কিছু বদলে দিতে।.... প্রয়োজন শুধু মুক্ত বিশ্বাসের। মুক্ত বিশ্বাসই বদলে দিতে পারে আপনার জীবনের সব কিছু।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৬)

এই বাক্যগুলো থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীবনের সকল প্রতিকুল অবস্থাকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। মুক্ত বিশ্বাসের ক্ষমতা বলে মানুষ ভাগ্যের এসকল লিখনীকে বদলে দিতে পারে।(নাউযু বিল্লাহ) আর মুক্ত বিশ্বাস না থাকলে কি ক্ষতি তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উক্ত নিবন্ধে লেখা হয়েছে: "বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও এদের সকল স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৭) অর্থাৎ যা পাওয়ার ছিল তাও হারায়। অথচ হাদীস শরীফের ভাষ্যানুযায়ী মানুষের যা প্রাপ্ত রয়েছে তা কেউ ফেরাতে পারবে না। আর যা হাতছাড়া হওয়ার তা কখনো পাবে না। এর বিপরীত ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত। বিস্তারিত হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সবকিছু বদলে দেয়ার মুক্তবিশ্বাস এই হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। সুতরাং এমন মুক্ত বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত ও কুফরী বিশ্বাস।

উক্ত প্রবন্ধে সরাসরি তাক্বদীর ও এর ভাল-মন্দের বিশ্বাসকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, "মুক্তবিশ্বাস যদি সবকিছু এত সহজে বদলে দেয় তাহলে দুর্দশাগ্রস্তরা, অভাবগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভারাক্রান্তরা কেন এই সহজপথকে সহজে গ্রহণ করে না? কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়, বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে, বিশ্বাস করে অলীকে।" (ঐ -পৃ:৭)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্য ও ভাগ্যের ভালো মন্দ উভয় বিষয়ের বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

বাকি অংশ পৃ: ২৮ ক: ৩

২৬ পৃষ্ঠার পরঃ

নেতিবাচক ভাগ্য বা দূর্ভাগ্যকে অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুজে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম" (সূরা আল-হাদীদ-২২) পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ, ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

অতএব ইতিবাচক-নেতিবাচক তাকদীরের ভালো মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার বিশ্বাসের নাম ঈমান বিল ক্বদর। তাকদীর বা এর কোন এক অংশকে অস্বীকার করা হলে আল্লাহ তা'আলার ইলম ও কুদরাতকে অস্বীকার করা হবে। কারণ অনাদীকাল থেকে ভালো-মন্দ সব বিষয় নির্ধারণ তাঁর ইলম ও কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং নির্দ্বিধায় ও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভাগ্যলিপির ভালোমন্দকে না মানার 'মুক্ত বিশ্বাস' একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী মতবাদ।